দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে করুষ আদি মনুপুত্রদের বংশের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদ্যুম্ন বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গমন করলে, বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং তিনি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র লাভ করেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের পিতার মতো। তাঁর এক পুত্র পৃষধ্র গুরুর আদেশে রাত্রিতে খড়্গ হস্তে গাভীদের রক্ষা করতেন। একদিন অন্ধকার রাত্রে একটি বাঘ গোশালায় প্রবেশ করে একটি গাভী নিয়ে যায়। পৃষধ্র তা জানতে পেরে, খড়্গ হাতে বাঘের পিছনে ধাবিত হয়ে অবশেষে বাঘের সন্নিধানে উপনীত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্র কি গাভী তা জানতে না পেরে, তিনি ভুল করে গাভীটিকে হত্যা করে ফেলেন। তার ফলে তাঁর গুরু তাঁকে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দেন। কিন্তু পৃষধ্র যোগ অনুশীলন করেন এবং ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। তারপর স্বেচ্ছায় দাবাগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বাল্যকাল থেকেই ভগবানের মহান ভক্ত ছিলেন। মনুর করূষ নামক পুত্র থেকে কারূষ নামক ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়। মনুর ধৃষ্ট নামক পুত্র থেকে আর একটি ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়, কিন্তু তারা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত হলেও স্বভাব অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর নৃগ নামক পুত্র থেকে সুমতি, ভূতজ্যোতি এবং বসু নামক পুত্র এবং পৌত্রদের উৎপত্তি হয়। বসু থেকে যথাক্রমে প্রতীক এবং তাঁর থেকে ওঘবানের জন্ম হয়। মনুর নরিষ্যন্ত নামক পুত্র থেকে শৌক্র পরম্পরায় যথাক্রমে চিত্রসেন, ঋক্ষ, মীঢ্বান, পূর্ণ, ইন্দ্রসেন, বীতিহোত্র, সত্যশ্রবা, উরুশ্রবা, দেবদত্ত এবং অগ্নিবেশ্য উৎপন্ন হন। অগ্নিবেশ্য নামক ক্ষত্রিয় থেকে অগ্নিবেশ্যায়ন নামক বিখ্যাত ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব হয়। মনুর আর এক পুত্র দিষ্টের শৌক্র-পরম্পরায় নাভাগের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে যথাক্রমে ভলন্দন, বৎসপ্রীতি, প্রাংশু, প্রমতি, খনিত্র, চাক্ষুষ, বিবিংশতি, রম্ভ, খনীনেত্র, করন্ধম, অবীক্ষিৎ, মরুত্ত, দম, রাজ্যবর্ধন, সুধৃতি, নর, কেবল, ধুন্ধুমান, বেগবান, বুধ এবং

তৃণবিন্দু পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তৃণবিন্দুর ইলবিলা নামক কন্যা থেকে কুবেরের জন্ম হয়। বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামে তৃণবিন্দুর তিনটি পুত্রও ছিল। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ এবং তাঁর পুত্র সংযম। সংযমের দেবজ এবং কৃশাশ্ব নামক দুই পুত্র। কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং গতেঽথ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে ।
পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **গতে**—বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে; **অথ**—তারপর; **সুদ্যুম্নে**—সুদ্যুম্ন যখন; **মনুঃ বৈবস্বতঃ**—বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামক মনু; **সুতে**—তাঁর পুত্র; **পুত্র-কামঃ**—পুত্র কামনা করে; **তপঃ তেপে**—কঠোর তপস্যা করেছিলেন; **যমুনায়াম্**—যমুনার তীরে; **শতম্ শমাঃ**—একশ বছর ধরে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর, পুত্র সুদ্যুম্ন যখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য বনে গমন করেন, তখন বৈবস্বত মনু (শ্রাদ্ধদেব) আরও পুত্রাভিলাষী হয়ে যমুনার তীরে শত বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২

ততোঽযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্ ।
ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্ পুত্রান্ লেভে স্বসদৃশান্ দশ ॥ ২ ॥

ততঃ—তারপর; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন; **মনুঃ**—বৈবস্বত মনু; **দেবম্**—ভগবানকে; **অপত্য-অর্থম্**—পুত্র লাভের বাসনায়; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **প্রভুম্**—প্রভু; **ইক্ষ্বাকু-পূর্বজান্**—যাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ; **পুত্রান্**—পুত্রগণ; **লেভে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **স্ব-সদৃশান্**—ঠিক তাঁর মতো; **দশ**—দশটি।

অনুবাদ

তারপর, শ্রাদ্ধদেব পুত্র লাভের বাসনায় দেবদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করার ফলে, ঠিক তাঁর নিজের মতো দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

শ্লোক ৩

পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ ।
পালয়ামাস গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ ॥ ৩ ॥

পৃষধ্রঃ তু—তাঁদের মধ্যে পৃষধ্র; **মনোঃ**—মনুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **গো-পালঃ**—গোরক্ষক; **গুরুণা**—তাঁর গুরুর আদেশে; **কৃতঃ**—নিযুক্ত হয়ে; **পালয়াম্ আস**—পালন করেছিলেন; **গাঃ**—গাভীদের; **যত্তঃ**—এইভাবে নিযুক্ত হয়ে; **রাত্র্যাম্**—রাত্রিতে; **বীরাসন-ব্রতঃ**—বীরাসন ব্রত ধারণ করে অর্থাৎ খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান থেকে।

অনুবাদ

এই পুত্রদের অন্যতম পৃষধ্র তাঁর গুরুর আদেশে গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি রাত্রিবেলায় খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান থেকে গাভীদের রক্ষা করতেন।

তাৎপর্য

যিনি বীরাসন গ্রহণ করেন, তাকে সারা রাত খড়্গ হস্তে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পৃষধ্র যেহেতু এইভাবে গোরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে, তাঁর কোন রাজ্য ছিল না। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, গোরক্ষা কত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষত্রিয়পুত্র হিংস্র পশু থেকে গাভীদের রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতেন, এমন কি রাত্রিবেলাতেও। তা হলে এই গাভীদের কসাইখানায় পাঠানো সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? সেটি হচ্ছে মানুষের সমাজে সব চাইতে গর্হিত পাপ।

শ্লোক ৪

একদা প্রাবিশদ্ গোষ্ঠং শার্দূলো নিশি বর্ষতি ।
শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে ॥ ৪ ॥

একদা—এক সময়; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **শার্দূলঃ**—একটি ব্যাঘ্র; **নিশি**—রাত্রে; **বর্ষতি**—যখন বৃষ্টি হচ্ছিল; **শয়ানাঃ**—শায়িত; **গাবঃ**—গাভীগণ; **উত্থায়**—উঠে; **ভীতাঃ**—ভয় পেয়ে; **তাঃ**—তারা সকলে; **বভ্রমুঃ**—ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল; **ব্রজে**—গোশালার চারপাশের ভূমিতে।

অনুবাদ

একদিন রাত্রে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন একটি বাঘ গোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেই বাঘটিকে দেখে সমস্ত শয়ান গাভীরা ভয় পেয়ে গোষ্ঠে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগল।

শ্লোক ৫-৬

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা ।
তস্যাস্তু ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোঽনুসসার হ ॥ ৫ ॥
খড়্গামাদায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি ।
অজানন্নচ্ছিনোদ্ বভ্রোঃ শিরঃ শার্দূলশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

একাম্—একটি গাভী; **জগ্রাহ**—বলপূর্বক গ্রহণ করে; **বলবান্**—অত্যন্ত বলবান ব্যাঘ্রটি; **সা**—সেই গাভীটি; **চুক্রোশ**—আর্তনাদ করতে লাগল; **ভয়াতুরা**—ভীত এবং ব্যথাতুর হয়ে; **তস্যাঃ**—তার; **তু**—কিন্তু; **ক্রন্দিতম্**—আর্তনাদ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পৃষধ্রঃ**—পৃষধ্র; **অনুসসার হ**—অনুসরণ করেছিলেন; **খড়্গাম্**—খড়্গ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **প্রলীন-উড়ুগণে**—যখন নক্ষত্রগুলি মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিল; **নিশি**—রাত্রে; **অজানন্**—না জেনে; **অচ্ছিনোৎ**—কেটে ফেলেছিলেন; **বভ্রোঃ**—গাভীর; **শিরঃ**—মস্তক; **শার্দূল-শঙ্কয়া**—সেটিকে ব্যাঘ্রের মস্তক বলে মনে করে।

অনুবাদ

সেই অতি বলবান ব্যাঘ্রটি যখন একটি গাভীকে আক্রমণ করছিল, তখন গাভীটি ভয়াতুর হয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ অনুসরণ করে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন নক্ষত্রসমূহ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ায় পৃষধ্র গাভীটিকে ব্যাঘ্র বলে মনে করে তাঁর খড়্গের দ্বারা গাভীটির মস্তক ছেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৭

ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ ।
নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্ ॥ ৭ ॥

ব্যাঘ্রঃ—ব্যাঘ্র; **অপি**—ও; **বৃক্ণ-শ্রবণঃ**—ছিন্নকর্ণ; **নিস্ত্রিংশ-অগ্র-আহতঃ**—খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে; **ততঃ**—তারপর; **নিশ্চক্রাম**—(সেই স্থান থেকে) পলায়ন করেছিল; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **রক্তম্**—রক্ত; **পথি**—পথে; **সমুৎসৃজন্**—নিঃসৃত হয়ে।

অনুবাদ

খড়্গের অগ্রভাগের আঘাতে ব্যাঘ্রটির কর্ণ ছিন্ন হয়েছিল, তার ফলে অত্যন্ত ভীত হয়ে পথে রক্ত নিঃসৃত করতে করতে সেই ব্যাঘ্রটিও সেখান থেকে পলায়ন করেছিল।

শ্লোক ৮

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা ।
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বভ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ ॥ ৮ ॥

মন্যমানঃ—মনে করে; **হতম্**—হত হয়েছে; **ব্যাঘ্রম্**—ব্যাঘ্রটি; **পৃষধ্রঃ**—মনুর পুত্র পৃষধ্র; **পর-বীরহা**—যদিও যে কোন শত্রুকে দণ্ডদানে সক্ষম; **অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেছিলেন; **স্ব-হতাম্**—তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছে; **বভ্রুম্**—গাভী; **ব্যুষ্টায়াম্ নিশি**—নিশান্তে (প্রভাতে); **দুঃখিতঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শত্রুদমনকারী পৃষধ্র মনে করেছিলেন যে, ব্যাঘ্রটি নিহত হয়েছে, কিন্তু সকালবেলায় তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর দ্বারা গাভীটি নিহত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তং শশাপ কুলাচার্যঃ কৃতাগসমকামতঃ ।
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্মণা ভবিতামুনা ॥ ৯ ॥

তম্—তাঁকে (পৃষধ্রকে); **শশাপ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন, **কুলাচার্যঃ**—কুলগুরু বশিষ্ঠ; **কৃত-আগসম্**—গোহত্যাজনিত মহাপাপের ফলে; **অকামতঃ**—যদিও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি; **ন**—না; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত; **শূদ্রঃ ত্বম্**—তুমি শূদ্রের মতো আচরণ করেছ; **কর্মণা**—অতএব তোমার কর্মের দ্বারা; **ভবিতা**—তুমি শূদ্র হবে; **অমুনা**—গোহত্যার ফলে।

অনুবাদ

পৃষধ্র যদিও না জেনে সেই অপরাধ করেছিলেন, তবুও তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"তোমার পরবর্তী জন্মে তুমি ক্ষত্রিয় হতে পারবে না। পক্ষান্তরে, এই গোবধজনিত অপরাধের ফলে তোমাকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।"

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি থেকে মনে হয় যে বশিষ্ঠও তমোগুণ থেকে মুক্ত ছিলেন না। পৃষধ্রের কুলপুরোহিত বা গুরুরূপে বশিষ্ঠের কর্তব্য ছিল পৃষধ্রের সেই অপরাধটির তেমন গুরুত্ব না দেওয়া, কিন্তু পক্ষান্তরে বশিষ্ঠ তাঁকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। কুলগুরুর কর্তব্য শিষ্যকে অভিশাপ না দিয়ে কোন প্রায়শ্চিত্ত করার মাধ্যমে তাকে পাপমুক্ত করা। কিন্তু বশিষ্ঠ ঠিক তার বিপরীত আচরণ করেছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, তিনি ছিলেন *দুর্মতি*, অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধি তেমন উন্নত ছিল না।

শ্লোক ১০

এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৃতাঞ্জলিঃ ।
অধারয়দ্ ব্রতং বীর ঊর্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

এবম্—এইভাবে; **শপ্তঃ**—অভিশপ্ত হয়ে; **তু**—কিন্তু; **গুরুণা**—গুরুর দ্বারা; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—তিনি (পৃষধ্র) গ্রহণ করেছিলেন; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **অধারয়ৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **ব্রতম্**—ব্রহ্মচর্যের ব্রত; **বীরঃ**—সেই বীর; **ঊর্ধ্বরেতাঃ**—জিতেন্দ্রিয় হয়ে; **মুনি-প্রিয়ম্**—মহর্ষিদের অনুমোদিত।

অনুবাদ

তাঁর গুরু কর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হয়ে বীর পৃষধ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অভিশাপ স্বীকার করেছিলেন। তারপর জিতেন্দ্রিয় হয়ে তিনি মহর্ষিদের অনুমোদিত ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ১১-১৩

বাসুদেবে ভগবতি সর্বাত্মনি পরেঽমলে ।
একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্বভূতসুহৃৎ সমঃ ॥ ১১ ॥
বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোঽপরিগ্রহঃ ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ সমাহিতঃ ।
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

বাসুদেবে—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবানকে; **সর্ব-আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **পরে**—চিন্ময়; **অমলে**—নির্মল পরম পুরুষকে; **একান্তিত্বম্**—ঐকান্তিকভাবে সেবা করে; **গতঃ**—সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে; **ভক্ত্যা**—শুদ্ধ ভক্তির ফলে; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ সমঃ**—ভক্ত হওয়ার ফলে সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সমদর্শী; **বিমুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **শান্ত-আত্মা**—যাঁর আত্মা শান্ত; **সংযত**—সংযত; **অক্ষঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **অপরিগ্রহঃ**—কারও কাছ থেকে কোন রকম দান গ্রহণ না করে; **যৎ-ঋচ্ছয়া**—ভগবানের কৃপায়; **উপপন্নেন**—দেহ ধারণের জন্য যা কিছু পাওয়া যেত তার দ্বারা; **কল্পয়ন্**—এইভাবে আয়োজন করে; **বৃত্তিম্**—দেহের প্রয়োজন; **আত্মনঃ**—আত্মার কল্যাণের জন্য; **আত্মনি**—মনে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা ভগবানকে; **আধায়**—সর্বদা ধারণ করে; **জ্ঞান-তৃপ্তঃ**—দিব্যজ্ঞানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে; **সমাহিতঃ**—সর্বদা সমাধিস্থ হয়ে; **বিচচার**—সর্বত্র বিচরণ করেছিলেন; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **জড়**—জড়; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **আকৃতিঃ**—সদৃশ।

অনুবাদ

এইভাবে, পৃষধ্র সমস্ত সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হয়েছিলেন, এবং নিস্পৃহভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবে লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে করতে তিনি ভক্তিযোগের প্রভাবে সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন

ও সমদর্শী হয়েছিলেন এবং অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি পূর্ণ ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করে, পৃষধ্র ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছিলেন, এবং জড় অন্ধ ও বধিরের মতো জড় কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৪

এবং বৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুত্থিতম্ ।
তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

এবম্ বৃত্তঃ—এই প্রকার বৃত্তিপরায়ণ হয়ে; **বনম্**—বনে; **গত্বা**—গিয়ে; **দৃষ্ট্বা**—যখন তিনি দেখেছিলেন; **দাব-অগ্নিম্**—দাবানল; **উত্থিতম্**—প্রজ্বলিত; **তেন**—সেই অগ্নির দ্বারা; **উপযুক্ত-করণঃ**—দহনের দ্বারা দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নিযুক্ত করে; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পরম্**—পরম লক্ষ্য; **মুনিঃ**—একজন মহান ঋষির মতো।

অনুবাদ

এইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পৃষধ্র একজন মহান ঋষি হয়েছিলেন, এবং বনে গমন করে তিনি যখন প্রজ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করেছিলেন, তখন তাতে তাঁর দেহ দগ্ধ করে তিনি চিন্ময়লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।" পৃষধ্র তাঁর কর্মের ফলে পরবর্তী জীবনে শূদ্ররূপে

জন্মগ্রহণের জন্য শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু একজন মহাত্মার মতো জীবন যাপন করার ফলে, বিশেষ করে তাঁর মনকে ভগবানের চিন্তায় একাগ্রীভূত করার ফলে, তিনি শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি চিন্ময় লোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্তির প্রভাবে সেই পদ লাভ করা যায় (*মামেতি*)। ভগবানের কথা চিন্তা করার ফলে যে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন তা এতই শক্তিশালী যে, পৃষধ্র যদিও অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ভয়ঙ্কর শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) বলা হয়েছে—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁদের জড়-জাগতিক কর্মের ফলের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু তা ছাড়া, ক্ষুদ্র কীটাণু থেকে শুরু করে ইন্দ্র পর্যন্ত সকলেই কর্মফলের অধীন। ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকার ফলে, শুদ্ধ ভক্ত এই কর্মফল থেকে নিষ্কৃতি পান।

শ্লোক ১৫

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিঃস্পৃহো
বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্ ।
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং
বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ ॥ ১৫ ॥

কবিঃ—কবি নামক আর এক পুত্র; **কনীয়ান্**—যিনি ছিলেন কনিষ্ঠ; **বিষয়েষু**—জড় সুখভোগে; **নিঃস্পৃহঃ**—অনাসক্ত হয়ে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **রাজ্যম্**—তাঁর পিতার সম্পত্তি, রাজ্য; **সহ বন্ধুভিঃ**—বন্ধুগণ সহ; **বনম্**—বনে; **নিবেশ্য**—সর্বদা ধারণ করে; **চিত্তে**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **স্বরোচিষম্**—স্বপ্রকাশ; **বিবেশ**—প্রবেশ করেছিলেন; **কৈশোর-বয়াঃ**—কৈশোর বয়সে; **পরম্**—চিন্ময় জগৎ; **গতঃ**—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই জড় সুখভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছিলেন, এবং তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে তাঁর বন্ধুগণ সহ বনে গমন করেছিলেন, এবং স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ ভগবানকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে চিন্তা করে পরম গতি লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ ॥ ১৬ ॥

করূষাৎ—করূষ থেকে; **মানবাৎ**—মনুর পুত্র থেকে; **আসন্**—ছিল; **কারূষাঃ**—কারূষ নামক; **ক্ষত্র-জাতয়ঃ**—ক্ষত্রিয় জাতি; **উত্তরা**—উত্তর; **পথ**—দিকের; **গোপ্তারঃ**—রাজা; **ব্রহ্মণ্যাঃ**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির বিখ্যাত রক্ষক; **ধর্ম-বৎসলাঃ**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ।

অনুবাদ

মনুর আর এক পুত্র করূষ থেকে কারূষ নামক এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। কারূষ ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন উত্তর দিকের রাজা। তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষকরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ১৭

ধৃষ্টাদ্ ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ।
নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥ ১৭ ॥

ধৃষ্টাৎ—ধৃষ্ট নামক মনুর আর এক পুত্র থেকে; **ধার্ষ্টম্**—ধার্ষ্ট নামক জাতি; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয় বর্ণ; **ব্রহ্ম-ভূয়ম্**—ব্রাহ্মণত্ব; **গতম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ক্ষিতৌ**—পৃথিবীতে; **নৃগস্য**—মনুর আর এক পুত্র নৃগ থেকে; **বংশঃ**—বংশ; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক; **ভূতজ্যোতিঃ**—ভূতজ্যোতি নামক; **ততঃ**—তারপর; **বসুঃ**—বসু নামক।

অনুবাদ

ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, যাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনুর পুত্র নৃগ থেকে সুমতির জন্ম হয়। সুমতি থেকে ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতি থেকে বসু জন্মগ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ*—ধার্ষ্টরা ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। এটি নারদ মুনির নিম্নলিখিত উক্তিটির একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

যদি কোন বর্ণের লক্ষণ অন্য বর্ণের মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তা হলে তাদের গুণ এবং লক্ষণের দ্বারা তাদের চিনতে হবে; যে বর্ণে বা যে বংশে তাদের জন্ম হয়েছে তার দ্বারা নয়। জন্ম মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে গুণ এবং কর্মেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৮

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা ।
কন্যা চৌঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্ ॥ ১৮ ॥

বসোঃ—বসুর; **প্রতীকঃ**—প্রতীক নামক; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **ওঘবান্**—ওঘবান্ নামক; **ওঘবৎ-পিতা**—যিনি ছিলেন ওঘবানের পিতা; **কন্যা**—তাঁর কন্যা; **চ**—ও; **ওঘবতী**—ওঘবতী; **নাম**—নামক; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তাম্**—সেই কন্যা (ওঘবতী)।

অনুবাদ

বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান এবং তাঁর কন্যার নাম ওঘবতী। সুদর্শন সেই কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ১৯

চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ ।
তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ ॥ ১৯ ॥

চিত্রসেনঃ—চিত্রসেন নামক; **নরিষ্যন্তাৎ**—মনুর আর এক পুত্র নরিষ্যন্ত থেকে; **ঋক্ষঃ**—ঋক্ষ; **তস্য**—চিত্রসেনের; **সুতঃ**—পুত্র; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **তস্য**—তাঁর (ঋক্ষের); **মীঢ্বান্**—মীঢ্বান; **ততঃ**—তাঁর (মীঢ্বান) থেকে; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **ইন্দ্রসেনঃ**—ইন্দ্রসেন; **তু**—কিন্তু; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (পূর্ণের) পুত্র।

অনুবাদ

নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে ঋক্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঋক্ষ থেকে মীঢ্বান, মীঢ্বান থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়।

শ্লোক ২০

বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ ।
উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ ॥ ২০ ॥

বীতিহোত্রঃ—বীতিহোত্র; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রসেনাৎ**—ইন্দ্রসেন থেকে; **তস্য**—বীতিহোত্রের; **সত্যশ্রবাঃ**—সত্যশ্রবা নামক; **অভূৎ**—হয়েছিল; **উরুশ্রবাঃ**—উরুশ্রবা; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (সত্যশ্রবার); **দেবদত্তঃ**—দেবদত্ত; **ততঃ**—উরুশ্রবা থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

ইন্দ্রসেন থেকে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র থেকে সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবা থেকে উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবা থেকে দেবদত্তের জন্ম হয়।

শ্লোক ২১

ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ ।
কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতূকর্ণ্যো মহানৃষিঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—দেবদত্ত থেকে; **অগ্নিবেশ্যঃ**—অগ্নিবেশ্য নামক একটি পুত্র; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **কানীনঃ**—কানীন; **ইতি**—এই প্রকার; **বিখ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **জাতূকর্ণ্যঃ**—জাতূকর্ণ্য, **মহান্ ঋষিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

দেবদত্ত থেকে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। এই পুত্রটি কানীন ও জাতূকর্ণ্য ঋষিরূপে বিখ্যাত হন।

তাৎপর্য

অগ্নিবেশ্য কানীন এবং জাতুকর্ণ্য নামেও পরিচিত ছিলেন।

শ্লোক ২২

ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ ।
নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ॥ ২২ ॥

ততঃ—অগ্নিবেশ্য থেকে; **ব্রহ্ম-কুলম্**—একটি ব্রাহ্মণকুল; **জাতম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **আগ্নিবেশ্যায়নম্**—আগ্নিবেশ্যায়ন নামক; **নৃপ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **নরিষ্যন্ত**—নরিষ্যন্তের; **অন্বয়ঃ**—বংশধরগণ; **প্রোক্তঃ**—বর্ণনা করা হয়েছে; **দিষ্ট-বংশম্**—দিষ্টের বংশ; **অতঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

হে রাজন্, অগ্নিবেশ্য থেকে আগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। নরিষ্যন্তের বংশ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশ বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর।

শ্লোক ২৩-২৪

নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্মণা বৈশ্যতাং গতঃ ।
ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥ ২৩ ॥
বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতিঃ ॥ ২৪ ॥

নাভাগঃ—নাভাগ নামক; **দিষ্ট-পুত্রঃ**—দিষ্টের পুত্র; **অন্যঃ**—আর একজন; **কর্মণা**—কর্ম অনুসারে; **বৈশ্যতাম্**—বৈশ্যত্ব; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ভলন্দনঃ**—ভলন্দন নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (নাভাগের); **বৎসপ্রীতিঃ**—বৎসপ্রীতি নামক; **ভলন্দনাৎ**—ভলন্দন থেকে; **বৎসপ্রীতেঃ**—বৎসপ্রীতির; **সুতঃ**—পুত্র; **প্রাংশুঃ**—প্রাংশু নামক; **তৎ-সুতম্**—প্রাংশুর পুত্র; **প্রমতিম্**—প্রমতি নামক; **বিদুঃ**—জেনো; **খনিত্রঃ**—খনিত্র নামক; **প্রমতেঃ**—প্রমতি থেকে; **তস্মাৎ**—তাঁর (খনিত্র) থেকে; **চাক্ষুষঃ**—চাক্ষুষ নামক; **অথ**—এই প্রকার (চাক্ষুষ থেকে); **বিবিংশতিঃ**—বিবিংশতি নামক।

অনুবাদ

দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল। এর পরে যে নাভাগের কথা বর্ণনা করা হবে তার থেকে এই নাভাগ ভিন্ন। এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি এবং তাঁর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ এবং তাঁর পুত্র বিবিংশতি।

তাৎপর্য

মনুর এক পুত্র ক্ষত্রিয় হন, এক পুত্র ব্রাহ্মণ হন এবং অন্য এক পুত্র বৈশ্য হন। এটি নারদ মুনির উক্তি প্রতিপন্ন করে—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)। সব সময় মনে রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জন্ম অনুসারে হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পরিণত হতে পারেন এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। তেমনই ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় বৈশ্যে পরিণত হতে পারেন এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ে পরিণত হতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। অতএব, মানুষ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হন না, গুণ অনুসারে হন। সমাজে ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রয়োজন। তাই, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা মানব-সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য কিছু লোককে ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছি। ব্রাহ্মণেরা সমাজের মস্তকস্বরূপ, যেহেতু বর্তমান মানব-সমাজে ব্রাহ্মণদের অভাব, তাই সমাজ মস্তিষ্কবিহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান সময়ে যেহেতু প্রায় সকলেই শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পথে সমাজকে পরিচালনা করার মতো কেউই নেই।

শ্লোক ২৫

বিবিংশতেঃ সুতো রম্ভঃ খনীনেত্রোঽস্য ধার্মিকঃ ।
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

বিবিংশতেঃ—বিবিংশতি থেকে; **সুতঃ**—পুত্র; **রম্ভঃ**—রম্ভ নামক; **খনীনেত্রঃ**—খনীনেত্র নামক; **অস্য**—রম্ভের; **ধার্মিকঃ**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ; **করন্ধমঃ**—করন্ধম নামক; **মহারাজ**—হে রাজন্; **তস্য**—তাঁর (খনীনেত্রের); **আসীৎ**—ছিল; **আত্মজঃ**—পুত্র; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র পরম ধার্মিক খনীনেত্র। হে রাজন্, এই খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম।

শ্লোক ২৬

তস্যাবীক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্যভূৎ ।
সংবর্তোঽযাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য—তাঁর (করন্ধমের); **অবীক্ষিৎ**—অবীক্ষিৎ নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **যস্য**—যাঁর (অবীক্ষিতের); **মরুত্তঃ**—মরুত্ত নামক (পুত্র); **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **সংবর্তঃ**—সংবর্ত; **অযাজয়ৎ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন; **যম্**—যাঁকে (মরুত্তকে); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **অঙ্গিরঃ-সুতঃ**—অঙ্গিরার পুত্র।

অনুবাদ

করন্ধম থেকে অবীক্ষিৎ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়, এবং অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত, যিনি রাজচক্রবর্তী হয়েছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র মহাযোগী সংবর্ত মরুত্তকে দিয়ে এক যজ্ঞ করিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যোঽস্তি কশ্চন ।
সর্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎ কিঞ্চিচ্চাস্য শোভনম্ ॥ ২৭ ॥

মরুত্তস্য—মরুত্তের; **যথা**—যেমন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **অস্তি**—আছে; **কশ্চন**—কোন কিছু; **সর্বম্**—সব কিছু;

হিরণ্ময়ম্—স্বর্ণনির্মিত; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আসীৎ**—ছিল; **যৎ কিঞ্চিৎ**—তার যা কিছু; **চ**—এবং; **অস্য**—মরুত্তের; **শোভনম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

রাজা মরুত্তের যজ্ঞের মতো আর কোন যজ্ঞ হয়নি। তাঁর যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী ছিল সুবর্ণময়, সুতরাং তা অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

শ্লোক ২৮

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ ॥ ২৮ ॥

অমাদ্যৎ—মত্ত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **সোমেন**—সোমরস পানের দ্বারা; **দক্ষিণাভিঃ**—প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে; **দ্বিজাতয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **মরুতঃ**—বায়ুগণ; **পরিবেষ্টারঃ**—খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন; **বিশ্বেদেবাঃ**—বিশ্বদেবগণ; **সভাসদঃ**—সভাসদগণ।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রচুর পরিমাণে সোমরস পান করে মত্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেই যজ্ঞে বায়ুর দেবতাগণ খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন।

তাৎপর্য

মরুত্তের যজ্ঞে সকলেই প্রসন্ন হয়েছিলেন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতরূপে দক্ষিণা লাভে আগ্রহী এবং ক্ষত্রিয়েরা সোমরস পানে আগ্রহী। তাই তাঁরা সকলেই প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্ রাজ্যবর্ধনঃ ।
সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ ॥ ২৯ ॥

মরুত্তস্য—মরুত্তের; **দমঃ**—দম নামক; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (দমের); **আসীৎ**—ছিলেন; **রাজ্য-বর্ধনঃ**—রাজ্যবর্ধন নামক অথবা যিনি রাজ্য বর্ধিত করতে পারেন, **সুধৃতিঃ**—সুধৃতি নামক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র (রাজ্যবর্ধনের); **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **সৌধৃতেয়ঃ**—সুধৃতি থেকে; **নরঃ**—নর নামক; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

মরুত্তের পুত্র দম, দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, রাজ্যবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং তাঁর পুত্র নর।

শ্লোক ৩০

তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাদ্ ধুন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ ।
বুধস্তস্যাভবদ্ যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ ॥ ৩০ ॥

তৎ-সুতঃ—তাঁর পুত্র (নরের); **কেবলঃ**—কেবল নামক; **তস্মাৎ**—তাঁর (কেবল) থেকে; **ধুন্ধুমান্**—ধুন্ধুমান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়; **বেগবান্**—বেগবান নামক; **ততঃ**—তাঁর (ধুন্ধুমান) থেকে; **বুধঃ**—বুধ নামক; **তস্য**—তাঁর (বেগবানের); **অভবৎ**—হয়েছিল; **যস্য**—যাঁর (বুধের); **তৃণবিন্দুঃ**—তৃণবিন্দু নামক; **মহীপতিঃ**—রাজা।

অনুবাদ

নরের পুত্র কেবল এবং তাঁর পুত্র ধুন্ধুমান, ধুন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র তৃণবিন্দু। এই তৃণবিন্দু পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তং ভেজেঽলম্বুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্ ।
বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেলবিলাভবৎ ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁকে (তৃণবিন্দুকে); **ভেজে**—পতিরূপে বরণ করেছিলেন; **অলম্বুষা**—অলম্বুষা নামক অপ্সরা; **দেবী**—দেবী; **ভজনীয়**—বরণীয়; **গুণ-আলয়ম্**—সমস্ত সদ্‌গুণের আলয়; **বর-অপ্সরাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ অপ্সরা; **যতঃ**—যাঁর (তৃণবিন্দু) থেকে; **পুত্রাঃ**—কয়েকজন পুত্র; **কন্যা**—একটি কন্যা; **চ**—এবং; **ইলবিলা**—ইলবিলা নামক; **অভবৎ**—জন্ম হয়েছিল।

অনুবাদ

অত্যন্ত গুণবতী অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অলম্বুষা অনুরূপ বহু গুণসম্পন্ন তৃণবিন্দুকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে কয়েকটি পুত্র এবং ইলবিলা নামক একটি কন্যার জন্ম হয়।

শ্লোক ৩২

যস্যামুৎপাদয়ামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্ ।
প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ ॥ ৩২ ॥

যস্যাম্—যাঁর (ইলবিলার) গর্ভে; **উৎপাদয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **বিশ্রবাঃ**—বিশ্রবা; **ধনদম্**—ধনাধিপতি কুবের; **সুতম্**—পুত্রকে; **প্রাদায়**—লাভ করে; **বিদ্যাম্**—তত্ত্বজ্ঞান; **পরমাম্**—পরম; **ঋষিঃ**—মহর্ষি; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগেশ্বর; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার কাছ থেকে।

অনুবাদ

মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা তাঁর পিতার কাছ থেকে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করে, ইলবিলার গর্ভে ধনাধিপতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৩

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ ।
বিশালো বংশকৃদ্ রাজা বৈশালীং নির্মমে পুরীম্ ॥ ৩৩ ॥

বিশালঃ—বিশাল নামক; **শূন্যবন্ধুঃ**—শূন্যবন্ধু নামক; **চ**—এবং; **ধূম্রকেতুঃ**—ধূম্রকেতু নামক; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—তৃণবিন্দুর পুত্র; **বিশালঃ**—সেই তিন জনের মধ্যে রাজা বিশাল; **বংশ-কৃৎ**—বংশ সৃষ্টি করেছিলেন; **রাজা**—রাজা; **বৈশালীম্**—বৈশালী নামক; **নির্মমে**—নির্মাণ করেছিলেন; **পুরীম্**—প্রাসাদ।

অনুবাদ

তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু এবং ধূম্রকেতু নামক তিনটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশাল বংশ সৃষ্টি করেন এবং বৈশালী নামক পুরী নির্মাণ করেন।

শ্লোক ৩৪

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ ।
তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ ॥ ৩৪ ॥

হেমচন্দ্রঃ—হেমচন্দ্র নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (বিশালের); **ধূম্রাক্ষঃ**—ধূম্রাক্ষ নামক; **তস্য**—তাঁর (হেমচন্দ্রের); **চ**—ও; **আত্মজঃ**—পুত্র; **তৎ-পুত্রাৎ**—তাঁর

(ধূম্রাক্ষের) পুত্র থেকে; **সংযমাৎ**—সংযম নামক পুত্র থেকে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **কৃশাশ্বঃ**—কৃশাশ্ব; **সহ**—সহ; **দেবজঃ**—দেবজ।

অনুবাদ

বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও কৃশাশ্ব।

শ্লোক ৩৫-৩৬

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ যোঽশ্বমেধৈরিড়স্পতিম্ ।
ইষ্ট্বা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
সৌমদত্তিস্তু সুমতিস্তৎপুত্রো জনমেজয়ঃ ।
এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ ॥ ৩৬ ॥

কৃশাশ্বাৎ—কৃশাশ্ব থেকে; **সোমদত্তঃ**—সোমদত্ত নামক একটি পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি (সোমদত্ত); **অশ্বমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ইড়স্পতিম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **ইষ্ট্বা**—আরাধনা করে; **পুরুষম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অগ্র্যাম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **গতিম্**—গতি; **যোগেশ্বর-আশ্রিতম্**—মহান যোগীদের স্থান; **সৌমদত্তিঃ**—সৌমদত্তের পুত্র; **তু**—কিন্তু; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক একটি পুত্র; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর (সুমতির) পুত্র; **জনমেজয়ঃ**—জনমেজয় নামক; **এতে**—তাঁরা সকলে; **বৈশাল-ভূপালাঃ**—বৈশাল বংশের রাজা; **তৃণবিন্দোঃ যশোধরাঃ**—তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।

অনুবাদ

কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করে মহাযোগীদের প্রাপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশাল রাজার বংশোদ্ভূত রাজারা তৃণবিন্দুর কীর্তি রক্ষা করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'মনুপুত্রদের বংশ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।